সংবাদ

তারিখ ... 26 FEB 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে আগাম ব্যবস্থা নিন

একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁসের মধ্য দিয়ে এসএসসির লিখিত পরীক্ষা গত শনিবার শেষ হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের ধরিয়ে দিলে পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণাসহ এক ডজন সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে পারেনি সরকার। ১৭ দিন লিখিত পরীক্ষা ছিল। এর মধ্যে ১২ দিনে আবশ্যিকসহ ১২টি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, যা প্রশ্নপত্র ফাঁসের রেকর্ড। অন্যদিকে এসএসসি পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই আগামী এপ্রিলে অনুষ্ঠেয় এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করতে মাঠে নেমেছে প্রশ্ন ফাঁসকারীরা। তারা ওই পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করতে এখন থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আগাম বিজ্ঞাপন প্রচার করছে।

প্রশ্ন ফাঁস এখন যেন রীতিমতো উৎসবের অনুষঙ্গেই পরিণত হয়েছে। পরীক্ষা মানেই যেন প্রশ্ন ফাঁস; এটিই যেন এখন স্বাভাবিক ঘটনা। প্রশ্নপত্র ফাঁস এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায়ও এখন এটি ঘটতে শুরু করেছে। পাবলিক পরীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের নিয়োগ পরীক্ষায় একের পর এক ঘটে চলেছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা। কোন ভাবেই একে ঠেকানো যাচ্ছে না বরং যে যার মতো ঢাকঢোল পিটিয়ে ফ্রি স্টাইলে প্রশ্ন ফাঁস করছে যেন দেশে কোন আইন নেই, কোন ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাই সক্রিয় নেই। পৃথিবীর কোথাও এমন নজির নেই, যেখানে একটি রাষ্ট্র তার দেশের নতুন প্রজন্মকে অন্যায় করতে শেখায়। একটি জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে এর চেয়ে পরিপূর্ণ আর কোন পদ্ধতি আছে কিনা সে ব্যাপারেও আমরা সন্দিহান।

প্রশ্ন যদি ফাঁস হতেই থাকে তাহলে দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরা কোথায় যাবে? তাদের কষ্টকর অধ্যয়নের ফলই বা কি হবে? এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। আমাদের নিজেদের জন্য, সন্তানদের জন্য, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ধরে রাখার জন্য, মেধাবী শিক্ষার্থীদের বাঁচানোর জন্য সর্বোপরি দেশের জন্য প্রশ্ন ফাঁস রোধ করতে হবে। প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় অনেককে ধরা হচ্ছে, কিন্তু মূল উৎসে যেতে না পারাটা ব্যর্থতা। উৎস বের করতে না পারলে এটা বন্ধ হবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সাময়িক, বার্ষিক প্রশ্ন থেকে শুরু করে পাবলিক পরীক্ষাগুলোর প্রশ্ন ফাঁসের কারণ খুঁজে বের করতে হবে। কেন বারবার প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে তার মূল কারণ উদ্ঘাটন করতে হবে।

আমরা বিশ্বাস করি, প্রশ্ন ফাঁসকারীদের সিন্ডিকেট কখনোই রাষ্ট্রের চেয়ে শক্তিশালী নয়। প্রশ্ন ফাঁসের নেটওয়ার্ক নির্মূল করা দেশের গোয়েন্দা সংস্থা এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য অসম্ভব কিছুও নয়। রাষ্ট্র চাইলে দেশ থেকে প্রশ্ন ফাঁসের অপতৎপরতা বন্ধ হতে বাধ্য। অর্থাৎ এ ব্যাপারে প্রকৃত অর্থেই রাষ্ট্রের সদিচ্ছা জরুরি। প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে যারাই জড়িত থাকুক বা যত প্রভাবশালীই হোক না কেন কোনভাবেই যেন তাদের ছাড় দেয়া না হয়। কঠোর আইনের মাধ্যমে জড়িতদের শাস্তি দিতে হবে। শাস্তি যদি লঘু হয় কিংবা গ্রেফতারকৃতরা যদি সহজে জামিন নিয়ে জেল থেকে বের হওয়ার সুযোগ পায় তাহলে প্রশ্ন ফাঁস ঠেকানো যাবে না। সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো এমসিকিউএর পরিবর্তে সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা। এছাড়া প্রশ্ন ফাঁস রোধে সরকারি ভাবে আরও যেসব পদ্ধতি প্রয়োগের প্রক্রিয়া চলছে তা যেন দ্রুততার সঙ্গে কার্যকর হয় সে দিকেও নজর দিতে হবে।